KANDI RAJ COLLEGE

4TH SEM (BENG-H-CC-T-8)

3rd Year (Hons) — Same Syllabus

প্রবন্ধ - সাহিত্যের পথে - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

SYNOPSIS - 20

Dr. Shila Bhattacharya
Dept. of Bengali
KANDI RAJ COLLEGE
MSD. W.B

12.05.2020

সাহিত্যতত্ত্ব - (মূল ভাবনা)

(১)

সাহিত্যতত্ত্ব (ভাদ্র ১৩৪০) প্রবন্ধটিতে ব্যক্তির সাথে বিশ্বের সমগ্রতা আবিষ্কারের প্রয়াসকে বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যে অভিব্যক্তিময় সৌন্দর্যের অনুভব আমাদের সেই সত্যকে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা - আমি (নিজ অস্তিত্ব), আমার অস্তিত্বের মধ্যে বহির্বিশ্ব আছে - এই দুয়ের মিলনে অনুভবের আত্মানন্দের জগৎ গড়ে। 'যত বলে' যত গন্ধে, যত গানে, যত ছন্দে' - প্রকৃতির এই অনন্ত লীলায় - 'আমি আছি' এই বোধ - এতেই বলেছেন, অসীম নিজের মধ্যে নিজের প্রকাশই আনন্দ। এই মিলন না হলেও দুঃখ, তার এমন দুঃখও আনন্দ অনুভূতিরই নয়, সমগ্রের। তাই ইংরেজ কবি বলেছেন - Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

(২)

বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষ দুভাবে বাস - জগৎ জানা ও অনুভবে জানা (অসীম অন্তরের মধ্যে) সত্য-অখণ্ড)। জগৎ জানতে হয় তথ্যের সত্যকে (বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন)। অনুভবে জানা আনন্দে, অন্তরে তার প্রিয় বিভাবে - যেমন আছে - সুন্দর, পিতা-মাতা, বন্ধু-স্বজন, 'আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর', সাহিত্যের মধ্যে এই প্রকাশের আনন্দই ব্যক্ত হয়। তা সৌন্দর্য আনন্দ - অন্তরের প্রকাশ, মানব সেখানে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর মতো দেখবার চাইতে পড়ি, পরের আসনে, বস্তুর বৈচিত্র্যে। দুনিয়া প্রস্ফুটিত হয় (সমগ্রের মধ্যে) সাহিত্যের মধ্যে। আনন্দ যে প্রকৃতিপ্রেমীর চাই, তার তথ্যের সত্য আলোর চেয়ে বড় হয় তাই সাহিত্যের অনুভবের সত্য - সেখানে নিজে যেন বলেছেন সুন্দর। সুন্দর হয়ে যে,

শীলা ভট্টাচার্য
১২.০৫.২০

(৩)

তাহলে দেখে জানতে যে তাত্ত্বিক, জগৎকে জানতেও জানী (বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক - সাহিত্য) স্রষ্টা উচ্চশিখরে পৌঁছান - তখন জগৎকে মুক্তি। তবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে যখন আত্মপ্রকাশের প্রকাশ হতো তখনই - সাহিত্যের প্রকাশ, রসাত্মক বাক্য যে কাব্য হয় তাই অভীষ্ট অলংকারশাস্ত্র সেকথা বলেছে। সেই দাবিই সেই রস আস্বাদন করতে গেলে হৃদয়ের অনুভব চাই - এর প্রকাশই তাদের প্রকাশ, সৃষ্টির লীলা বা খেলা (সংসারের প্রাণকেন্দ্র বিশ্বলোক) সাহিত্য প্রকাশ পায় ভাষায়-সুরে- খেলাঘর গাঁথতে গেলাম মহা বিপদে -। জীবন মানে এখানেই মানুষের প্রবেশ - জীব চলে প্রকৃতির বশে আর মানুষ হৃদয়ের বশে -। ... সেখানে বিশ্বের মাঝে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের চিরন্তন ধারা অনুভব করি হৃদয়ে।

(৪)

মানুষ আমাদের হৃদয় অনুভব প্রকাশ অনিবার্য। - বিশেষত আধুনিক মনে হৃদয় দেউল গড়ে দিতে সংকোচ নেই, বরং অবাধ্যীন আনন্দ অনুভব করে - কবি সেকথাই বলেছেন। জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল। ....

তাপের দিক থেকে অনুভূতি মান হতে পারে, সাত্ত্বিক দিক থেকে এ অনুভব নিবিড় গভীর। কবি রচনার মধ্যে (কাব্যধর্ম আশ্রয়ে) অনির্বচনীয় ভাবে (চিরন্তন প্রেমের অনুভূতি) প্রকাশ ঘটল।

মহাকবিদের বাণীতে এমন কিছু বস্তু থাকে যা সাধারণত আত্মিক প্রতিমান ভাব। এই অনির্বচনীয় ভাব থেকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - যা সাহিত্য তাই হয় গান, সাহিত্যের 'রসুলশাস্ত্র' থেকে এসেছে 'স্পোয়' 'স্ফোটাত্মক ধ্বনি'। উচ্চ হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন - এই স্পোয় - উচ্চারণ থেকে সৃষ্টিশক্তি আসে আকাশে বাতাসে বিলীন - এর ব্যাপ্তি সকলের অনির্বচনীয় ভাবে লীলা করছে। কেননা আমার প্রকাশের সত্য হতে গেলেই তার মাঝে অতিশয়ের আভাস, নিছক তথ্য ও সংবাদ।

সাহিত্যতত্ত্বের পরবর্তী আলোচনা, পরের পর্বে প্রেরিত হবে। শ্রীশান্তাচার্য
২২০৫।২০